

C/o E. T. Sturdy, রিডিং, ইংলন্ড  
১৮৯৫

প্রিয় শশী,

তোমার চিঠি, চুনিবাবুর চিঠি, সান্ডেলের চিঠি পূর্বে পাইয়াছি। রাখালের চিঠি আজ পাইলাম। রাখাল gravel-এ (পাথরিতে) ভুগিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বোধহয়, বদহজমের কারণ হইয়া থাকিবে।... মঠের business (কাজকর্ম) মাস্টার মহাশয় যদি রাজি হন, তাঁকে দিয়ে করাবে, অথবা হটকোকে দিয়ে। সান্ডেলকে তার সংসার দেখতে বলবে, মঠের কাজে-টাজে বৃথা সময় ব্যয় না করে। হটকোর দেনা শোধ হয়ে গেছে, এখন মাথা মুড়িয়ে নিতে বলবে।... আমি আধা জলে-স্থলে লোক চাই না।

হরমোহনকে বলবে, লেকচার-ফেকচার এখন আমার কিছুই নাই। সুরেশ দত্তের এক ‘নারদসূত্র’ তোমরা পাঠিয়েছিলে। কেন, দুনিয়ায় কি আর নারদসংহিতা ছাপা ছিল না?... হরমোহন কি-একটা Lord (লর্ড) রামকৃষ্ণ পরমহংস করেছে? Lordটা আবার কি -- English Lord না Duke?

রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে। ‘লোক না পোক’। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitism-এর (কপটতার) দিক মাড়াবে না। Orthodox (আনুষ্ঠানিক) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে, বা আচারী হিন্দু কোন্ কালে? I do not pose as one.<sup>১</sup> বাঙালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে -- অহ হা!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে -- না? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বার বছরের মেয়ের ছেলে হয়! যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! বাঙলা দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা ভারতবর্ষের নামখারাপ করেছে।... মঠ করতে হয় পশ্চিমে রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে even (এমন কি) বোম্বায়ে। বাঙালি!... লন্ডনে কতকগুলো কাফির মতো -- আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কালো হাতে খানা ছুঁলে ইংরেজরা খায় না -- এই আদর! ঝি-চাকরের দলে ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহর গৌড়ি গুলি, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাঁকচুম্বীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দেখ।

শরৎ ভাষ্য-মাষ্যগুলো Dictionary (অভিধান) দেখে একরকম এদের পড়িয়ে দিতে পারবে তো, গীতা উপনিষদ? -- না শুধুই বৈরাগ্য? শুধু বৈরাগ্যের কি আর কাল আছে? নিধে পেলা সকলেই কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই! শরৎ বোধ হয় এতদিনে রওনা হয়েছে। একখানা ‘পঞ্চদশী’, একখানা ‘গীতা’ (যতগুলো পার ভাষ্য সহিত), একখানা কাশীর ছাপা নারদ-ও শান্তিল্য-সূত্র (সুরেশ দত্তের ছাপা এক ছত্রে আঠারটা ভুল, মানে হয় না), পঞ্চদশীর যদি তরজমা (ভাল, হাবাতে নয়) থাকে ও শঙ্কর ভাষ্যের কালীঘর বেদান্তবাগীশের তরজমা ও

<sup>১</sup> এরূপ একজন লোক বলে তো নিজেকে জাহির করি না।

পাণিনিসূত্রের বা কাশিকাবৃত্তি বা ফনিভাষ্যের যদি কোনও বাঙলা বা ইংরেজী (এলাহাবাদের শ্রীশ বসুর) তরজমা থাকে তো পাঠাবে।

--গুলোকে টাকাকড়ির কাজে একদম বিশ্বাস করবে না; অত কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে না। নিজেরা কড়িপাতির খরচ-আদায় সমস্ত করবে। এখন তাদের বাঙালিদের বল দিকি, আমাকে একখানা 'বাচস্পতা' অভিধান পাঠিয়ে দিতে -- দেখি বচনবাগীশের দল! ইংরেজের দেশে ধর্মকর্মের কাজ বড়ই ধীরে ধীরে। এরা হয় গোঁড়া, না হয় নাস্তিক। গোঁড়াগুলো আবার অমনি 'নমো নমো' ধর্ম করে, 'Patriotism (স্বদেশপ্রীতি) আমাদের ধর্ম' -- এই মাত্র।

বই আমেরিকায় পাঠাবে। C/o Miss Mary Philips, 19 W. 38th Street, New York, U. S. America -- ঐ হল আমার আমেরিকার address (ঠিকানা)। নভেম্বর মাসের শেষাংশে আমেরিকায় যাব, অতএব বইপত্র ঐখানে পাঠাবে। শরৎ যদি পত্রপাঠ ছেড়ে থাকে তাহলেই আমার সঙ্গে দেখা হবে, নতুবা নয়। Business is business<sup>২</sup> -- ছেলেখেলা নয়। Sturdy (স্টার্ডি) সাহেব তাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখবে ইত্যাদি। আমি এবার ইংলন্ডে খালি একটু খবর নিতে এসেছি; আসছে গরমিকালে কিছু বেশি রকম হুজুগ করবার চেষ্টা করা যাবে। তারপর next winter India (পরবর্তী) শীতে ভারতে)।

তোমার উপর আমার এখনও বিশ্বাস আছে। খেতড়ির রাজা যা কিছু খবর চান, তুমি নিজে লিখবে, অন্য কাউকেই জানতে পর্যন্ত দেবে না। যে সকল লোক আমাদের সহিত interested (আগ্রহান্বিত) তাদের regularly (নিয়মিতভাবে) চিঠিপত্র লিখবে। Interest (আগ্রহ) জাগিয়ে রাখবে। বাংলাদেশময় জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। তোমরা তো কোন কিছু এ পর্যন্ত করে উঠতে পারলে না দেখছি; খালি বচন ঝাড়ছ! তোমারই যেন শরীর খারাপ, বাকিগুলো করছে কি? খালি আমরা লর্ড রামকৃষ্ণের শিষ্য! বলি ও লর্ড রামকৃষ্ণ ব্যাপারটা কি হে? হরমোহনটা তো আধপাগলা বই নয় -- ও একটা কি লর্ড রামকৃষ্ণ লেখে বল তো? লর্ড, ডিউক আবার কি হে? খেপাগুলোর জ্বালায় অস্থির! এখন এই পর্যন্ত। পরের চিঠিতে হালছাল লিখব। Sturdy (স্টার্ডি) সাহেবটি বড়ই ভাল, ভারি গোঁড়া বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু আধটু বোঝে। বহুত পরিশ্রম করলে তবে একটু আধটু কাজ হয় এ-সব দেশে -- বড়ই শক্ত কাজ, আর শীতে বাদলে। তার উপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। ইংরেজরা লেকচার-ফেকচার শুনতে একটি পয়সাও দেয় না। যদি শুনতে আসে তো তোমার ভাগ্যি, যেমন আমাদের দেশে। তার ওপর এদেশে সাধারণে আমায় জানেও না এখন। তার উপর ভগবান-টগবান বললে ওরা পালিয়ে যায়, বলে -- ঐ রে পাদরী বুঝি! তুমি বসে বসে একটা কাজ কর -- ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে, সামান্য পুরাণ তন্ত্র পর্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ নরক আত্মা মন বুদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয় মুক্তি সংসার (পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে কে কি বলে, একত্র করতে থাক। ছেলেখেলা করলে কি হয়? Real scholarly work (রীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই) চাই। Material (উপাদান) যোগাড় হচ্ছে আসল কাজ। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

নরেন্দ্র

<sup>২</sup> কাজকর্ম তৎপরতার সহিত করতে হয়।